**আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

**বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, শনিবার, ২৫ ফাল্গুন ১৪২৫, ০৯ মার্চ ২০১৯**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

**সভাপতি,**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**নারী সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ,**

**উপস্থিত সুধিমন্ডলী,**

**আসসালামু আলাইকুম** and A very good morning to you all**.**

**‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ বছর যাঁরা ‘জয়িতা’ পদকে ভূষিত হয়েছেন, তাঁদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।**

**মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। স্মরণ করছি নারী মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন; মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবা দিয়েছেন।**

**নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমার মা বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, যিনি সারাজীবন আমার আব্বার পাশে থেকে পরামর্শ দিয়ে, সাহস দিয়ে দেশসেবা করে গেছেন, তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।**

**সুধিমন্ডলী,**

**আমাদের দেশের নারীরা যুগ যুগ ধরে বৈষম্য, কুসংস্কার এবং নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী জনগোষ্ঠীকে পিছনে ফেলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এসডিজি’র লক্ষ্য অর্জনের জন্য নারী উন্নয়ন, নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ ও প্রথা বিলোপ করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি।**

**রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে বিচারকার্য, জনপ্রশাসন, সামরিক ও পুলিশ বিভাগের ঊর্ধ্বতন পদে দায়িত্ব পালন, বিমান চালনা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, ব্যবসা, শিল্পোদ্যোগ সব ক্ষেত্রেই নারীরা আজ সফল। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১৯০ জন নারী কর্মকর্তা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।**

**খেলাধুলায়ও পিছিয়ে নেই আমাদের মেয়েরা। ২০১৮ সালে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত জকি ক্লাব গার্লস ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। এছাড়া জাতীয় নারী ক্রিকেট দল জায়গা করে নিয়েছে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য ফিফা অনুর্ধ্ব ১৭ নারী বিশ্বকাপে খেলার বাছাই পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল।**

**বর্তমান জাতীয় সংসদে ৩৫০ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৭২ জন নারী সাংসদ রয়েছেন। বর্তমান মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীসহ ৪ জন নারী মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। স্থানীয় সরকার কাঠামোতে উপজেলা পরিষদে ১টি করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইউনিয়ন, উপজেলা ও পৌরসভায় সংরক্ষিত নারী আসন এক-তৃতীয়াংশ।**

**সুধি,**

**১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী সমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হন।**

**স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এই সব নারীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য জাতির পিতার পাশাপাশি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবও সচেষ্ট ছিলেন।**

**নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা ‘নারী পুনর্বাসন বোর্ড’ গঠন করেন এবং সংবিধানে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করেন।**

**নারীসমাজকে দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এগুলোর মধ্যে উল্লখযোগ্য কর্মসূচি হচ্ছে:**

* ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ গ্রহণ।
* ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নারী উন্নয়নে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৪২ কোটি টাকার জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।
* মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।
* পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নাম অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
* ৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে ১৯ হাজার ৯২৯ জন কর্মজীবী নারীর আবাসন সুবিধা প্রদান।
* কর্মজীবী নারীদের জন্য ৯৪টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৩৬ হাজার ১৮৩ জন শিশুকে দিবা যত্ন সেবা প্রদান।
* ২০০৯-২০১৮ জুন পর্যন্ত ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং ৪২৬টি উপজেলায় ২ লাখ ১৭ হাজার ৪৪০ জন সুবিধাবঞ্চিত দুঃস্থ নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান।
* **বিগত ১০ বছরে মোট ৫০ লাখ ৪০ হাজার জন নারীকে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, আয়বর্ধক ও সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।**
* **মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৮ লাখ ৭৫ হাজার ৭৮০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।**
* Vulnerable Group Development **প্রকল্পের আওতায় ৭ জেলার ৮ হাজার উপকারভোগী নারীকে স্বাবলম্বী করতে মাথাপিছু এককালীন ১৫ হাজার টাকা অনুদান এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।**
* **২৮৩ কোটি ২২ লাখ ৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।**
* **নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ‘জয়িতা’ ফাউন্ডেশন।**
* **নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় মোট ১২৬ কোটি ৯১ লাখ ৬২ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লাখ ২৯ হাজার ৩৯০ জন।**
* **তথ্য আপা প্রকল্পের মাধ্যমে ১ কোটি গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা প্রদান।**
* **জেলা ভিত্তিক মহিলা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় ২৮ হাজার জন নারীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।**

সুধিবৃন্দ,

**নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং পারিবারিক সহিংসতা থেকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে আমাদের সরকার কঠোর শাস্তির বিধান রেখে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৩, ও ডিএনএ আইন-২০১৪, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ এবং যৌতুক নিরোধ আইন- ২০১৮ প্রণয়ন করেছে। একই সঙ্গে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর তফসিলভুক্ত করেছে।**

**নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০৩ (সংশোধিত) ও পারিবারিক পর্যায়ে সংঘটিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে ৬৭টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ চালু রয়েছে।**

**অসহায় নির্যাতিত মহিলাদের দ্রুত ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ৬টি বিভাগে রয়েছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ও মহিলা সহায়তা কর্মসূচি। গাজীপুর জেলায় মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতিদের জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।**

**সারা দেশে ৪ হাজার ৮শ’ ৮৩টি ক্লাবের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের জীবন যাত্রার ইতিবাচক পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ‘অ্যাকসেলারেটিং একশন টু এন্ড চাইল্ড ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।**

সুধিবৃন্দ,

**শুধু আইন দ্বারা নারীর প্রতি বৈষম্য এবং সহিংসতা বন্ধ করা যাবে না। এ জন্য সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। নারীকে সবার আগে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এ কাজটি করতে হবে পুরুষ সমাজকে। নারী কে? প্রতিটি নারীই তো কারও মা, কারও বোন, কারও প্রেয়সী। তাহলে তাঁরা কেন নির্যাতিত হবে কোন পুরুষ দ্বারা? নারীরা নয়, একমাত্র পুরুষেরাই পারে নারী নির্যাতন বন্ধ করতে, নারীর প্রতি সকল সহিংসতা রোধ করতে।**

**পত্রিকার পাতায় যখন দেখি অবোধ মেয়েশিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারিনা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কোথায় কোন গলদ প্রবেশ করেছে যে মানুষের মধ্যে বিকৃত বাসনা বৃদ্ধি পাচ্ছে? এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।**

**পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীকে পরিবারে বা সমাজে সম্মানীয় স্থানে জায়গা পেতে সাহায্য করবে।**

**প্রতিটি কন্যাশিশু যেন বৈষম্যহীনভাবে সকল সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে আমাদের সকলের সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সম্মান ও সুরক্ষার বিষয়ে পরিবার থেকেই শিক্ষা দিতে হবে। তবেই নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। নারীরা সবক্ষেত্রে তাঁর মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারবেন।**

**আমি নারীদের সকল বাধা পেরিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে এ দেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলার আহ্বান জানাই।**

**আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।**

**সকলকে আবারও ধন্যবাদ।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

**...**